দ্য মিসাইল ম্যান

নানা অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে দেখা হত। কথাও। কেমন মানুষ ছিলেন আব্দুল কালাম ? ব্যক্তিগত অনুভব থেকে সেই কথা জানালেন প্রসার ভারতীর সিইও **জহর সরকার**

আব্দুল কালাম সুপুরুষ ছিলেন না, খুব দেখতে ভালোও ছিলেন না। সত্যি বলতে কী, তাঁকে সুপারস্টার বলা যায় এমন কোনও গুণ নিয়ে তিনি কিন্তু জন্মাননি। কিন্তু জন্মের সঙ্গে হয়তো ভাগ্যের সম্পর্ক খুব বেশি নয়— এবং এ পি জে আব্দুল কালাম সেটাই আবার প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। দিল্লি চলে আসার পর বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে দেখা হত। একেক সময় আমি বিস্মিত হতাম, যে মানুষটি এত ভালো কথা বলেন কী করে? তিনি তো রাজনীতিক নন, শিক্ষকও নন। তা হলে এত যুক্তিপূর্ণ ভাবে এবং বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে কথা বলেন কী করে যে মানুষ মোহিত হয়ে যায়। খুব সরল ভাবে তিনি বলতেন এবং তাঁর বার্তা পৌঁছে দিতেন সাধারণ মানুষের কাছে।

বস্তুত, আমার মনে হয় তাঁর ব্যক্তিগত অসুবিধাগুলিই তাঁর সবচেয়ে বড় সুবিধে হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দেশের মানুষ অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজের অ্যাকসেন্টে কথা বলেন না। তাঁর উচ্চারণ আপামর ভারতবাসীর কাছে তাঁকে অনেক বেশি করে আন্তরিক করে তুলেছিল। অনেক সময় তাঁর অনেক কথা যে ভাবে তিনি উচ্চারণ করতেন আমিও বুঝতে পারিনি। যে ভাবে তিনি তাঁর কথায় ভারতবাসীর মন জয় করেছেন শশী থারুর অত শুদ্ধ উচ্চারণ করেও সেই জায়গায় পৌঁছেতে পারেননি। আসল সত্য হচ্ছে, তাঁর জন্ম হয়েছিল একটি ছোট্ট অখ্যাত গ্রামে, এক মাঝি পরিবারে। ছোটোবেলায় তাঁকে কাগজ ফেরি করতে হত দু'পয়সার জন্য। কে জানত তিনি একদিন দেশের রাষ্ট্রপতি হবেন।

তাঁর অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার কেমন ছিল? স্কুলে গড়পড়তা ছেলেমেয়েদের মতোই। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মোটামুটি। এক সময় উচ্চশিক্ষা বা নিবিড় পাঠের দিকেও তাঁর খুব একটা ঝোঁক ছিল না। চেয়েছিলেন ফাইটার পাইলট হবেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যলিপিতে অন্য কথা লেখা ছিল। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ইসরো-তে যোগ দেওয়ার পরই তিনি ভাবী কালের এক নায়ক হয়ে উঠলেন। এরপরেই তাঁকে আমরা পেলাম ভারতের রকেট ম্যান হিসেবে। তাঁর সরল এবং স্বাভাবিক কথাবার্তা, সর্বপোরি তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর লেগে থাকার যে অদম্য চরিত্র তাই ছাত্র-যুবদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। তিনি তাদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন এক মহানায়ক। আমার মনে হয়, কালাম জন্মেছিলেন সত্যি অনেক বড় কিছুর জন্যে। চার বছর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা পড়া বা ডিআরডিও-তে জুনিয়র সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য তো জন্মাননি। রাষ্ট্রপতি ভবনের চার দেওয়ালের ঘেরাটোপের মধ্যেও তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর মাথায় সব সময় কিছু না কিছু আইডিয়া ঘুরত। কোনও না কোনও প্রোজেক্ট নিয়ে ভাবতেন, স্বপ্ন দেখতেন। আমরা জানি, তাঁর একটি অ্যাম্বিশাস স্কিম ছিল—পুরা, অর্থাৎ প্রোভাইডিং আরবান অ্যামেনিটিস টু রুরাল এরিয়াজ। শহরের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দগুলি গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দাও— এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি বুঝেছিলেন এই ভাবে জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম একটি দেশ চলতে পারে না। শহরগুলি জনতার চাপে হাঁসফাঁস করছে, পুরসভার দুর্বল পরিষেবা— এই সব বিষয় তাঁকে ভাবাত। আমাদের অন্য ভাবে ভাবতে হবে। এই কারণেই কালাম ভাবতেন গ্রামীণ এলাকা থেকে মানুষকে জনচাপে বিধ্বস্ত শহরগুলিতে নিয়ে না আসাই ভালো। বরং তাদের কাছে শহরের সব সুবিধা পৌঁছে দাও। এই ভাবে তিনি গ্রাম থেকে শহরে মানুষের চলে আসাকে আটকাতে চেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি বিদায় নেওয়ার পর তাঁর এইসব ভাবনাগুলি নিয়ে তেমন আর কাজ হল না।

এ মাসের ১৬ তারিখ। দিল্লি থেকে চেন্নাই-এর একই বিমানে কালামের সঙ্গে গেলাম। আমরা দু'জনেই প্রথম সারিতে বসেছিলাম। আমাদের মাঝখানে ছিলেন তাঁর সচিব। আমি একটু হাসলাম। তিনিও হাসলেন। আমি একবার ভাবলাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে 'পুরা'র কাজ, যা তিনি শুরু করেছিলেন সেটা কতদূর এগোল। কিন্তু ভাবলাম এটা জিজ্ঞাসা করা বোধহয় বোকামি হবে। আমি দিল্লিতে তাঁর বাড়িতে যে কোনও সময় গিয়েই একথা জিজ্ঞেস করতে পারব এই ভেবে আর এগোলাম না।

এখন ভাবি, সেদিন জিজ্ঞেস করলেই ভালো হত। আর তো তাঁর সঙ্গে দেখা আর হবে না।